CAPSTONE

Bangla Lecture#06

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স

Overview

- বাক্য ও বাক্যের শ্রেণিবিভাগ
- বাক্য শুদ্ধিকরণ
- বাক্য রূপান্তর
- ক্রিয়ার কাল
- আধুনিক যুগের সাহিত্যিক (স্বাধীনতা পরবর্তী)

Name: **Batch:**

Panthapath : 01972-277866
Mirpur : 01970-985421
Mouchak : 01999-017011
Chittangong : 01970-985420

লেকচার শীট-৫ এর উপর মেমোরি টেস্ট-৫

সময়: ১০ মিনিট প্রাপ্ত নম্বর: পূর্ণমান: ২০

১. 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর'- 'হারায়' কোন ধাতু? [২৬তম বিসিএস, উপসহকারী পরিচালক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)-০৫]
ক. প্রযোজ্য ধাতু খ. ভাব বাচ্যের ধাতু গ. সংযোগমূলক ধাতু ঘ. প্রযোজক ধাতু

২. 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' বাক্যে ব্যবহৃত 'হের' কোন ধাতু? [পরিবার পরিকল্পনা সহকারী-১৮]
ক. আরবি খ. হিন্দি গ. ফারসি ঘ. অজ্ঞাতমূল

৩. 'শ্রবণ' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪]
ক. √শ্রী + অনট খ. √শ্রব + অন গ. √শ্রু + অনট ঘ. √শ্রবণ + ন

৪. 'দর্শনীয়' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়- [১৬তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৯]
ক. √দর্শন + ইয় খ. √দৃশ্ + অনীয় গ. √দৃশ্য + নীয় ঘ. √দর্শন + ঈয়

৫. 'বুদ্ধি' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো- [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অডিটর-১৯]
ক. বুদ্ + ধি খ. বুধ + দি গ. বুধ্ + তি ঘ. বুদ্ধ + ই

৬. 'সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে।'-বাক্যটিতে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [১৫তম বেসরকারি প্রভাষক শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয়

৭. 'প্রচুর' এর বিশেষ্য রূপ কী? [নির্বাচন কমিশনের অফিস সহায়ক-১৯, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের টেকনিশিয়ান-১৭]
ক. প্রাচুর্য খ. প্রাচুর্য্য গ. প্রাচুর্যতা ঘ. প্রার্চুয্যতা

৮. 'এ মাটি সোনার বাড়া'-এখানে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [২৭তম বিসিএস, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক-১৯, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক-১৭]
ক. উপাদানবাচক বিশেষণ খ. রূপবাচক বিশেষণ গ. বিধেয় বিশেষণ বিশেষণ ঘ. বিশেষণের অতিশায়ন

৯. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার নেই? [সহকারী পরিচালক (সঞ্চয় অধিদপ্তর)-০৭]
ক. তাকে বলতে দাও খ. তুমি বল, আমি শুনি গ. আমরা বাঁচতে চাই ঘ. সে দেখতে লাগলো

১০. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৬, অডিটর (সিএজি)-১৪]
ক. ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ খ. ৭ বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ গ. ২৭ বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ঘ. ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]
ক. ৫৫ খ. ৫২ গ. ৫৭ ঘ. ৬১

১২. 'একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা'-রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার চরণ? [৩৬তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. চিত্রা খ. বলাকা গ. সোনার তরী ঘ. সাধারণ মেয়ে

১৩. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'- রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? [২৫তম বিসিএস]
ক. বলাকা খ. সোনার তরী গ. চিত্রা ঘ. পুনশ্চ

১৪. 'হিং টিং ছট' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে? [সহকারী পরিচালক (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-১৫]
ক. ভানুসিংহের পদাবলী খ. কবি কাহিনী গ. চিত্রাঙ্গদা ঘ. সোনার তরী

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে- [৩৯তম বিসিএস]
ক. জামাই বারিক খ. বিবাহ বিভ্রাট গ. হিতে বিপরীত ঘ. বৈকুণ্ঠের খাতা

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ. সুকুমার সেন গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. পবিত্র সরকার

১৭. 'ফণিমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব গ. সিকানদার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান

১৮. কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেন? [১৬তম বিসিএস]
ক. চিত্তরঞ্জন দাসকে খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গ. বীরজাসুন্দরী দেবীকে ঘ. প্রমীলা দেবীকে

১৯. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়া নজরুলের একটি কাব্যগ্রন্থ- [উপজেলো সমাজসেবা অফিসার-০৮]
ক. সর্বহারা খ. জিঞ্জির গ. প্রলয়শিখা ঘ. সাম্যবাদী

২০. কোন কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নয়? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-০১]
ক. বিদ্রোহী খ. ধূমকেতু গ. ১৪০০ সাল ঘ. পূজারিণী

বাক্য

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এবং বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো শব্দ। শব্দকে বাক্যের উপাদান বলা হয়। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে। যেমন: আফিক ভদ্র ছেলে। শিউলি গান গায়।

একটি আদর্শ বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা: ১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি/ নৈকট্য ৩. যোগ্যতা।

১. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য যতগুলো পদের প্রয়োজন তার সবকটি যদি বাক্যে না থাকে এবং কোনো এক বা একাধিক পদ অবশিষ্ট থাকে, তবে ঐ অবশিষ্ট পদ শোনার যে ইচ্ছাকে বাক্যের 'আকাঙ্ক্ষা' বলে। যেমন:

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: অর্থই অনর্থের

পূর্ণাঙ্গ বাক্য: অর্থই অনর্থের মূল।

অপূর্ণাঙ্গ বাক্য: ঢাকাকে মসজিদের

পূর্ণাঙ্গ বাক্য: ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়।

২. আসত্তি/ নৈকট্য: 'আসত্তি' অর্থ নৈকট্য। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই হলো আসত্তি। যেমন:

আসত্তিহীন বাক্য: তাজুল ছেলে ভালো খুব।

আসত্তিসম্পন্ন বাক্য: তাজুল খুব ভালো ছেলে।

আসত্তিহীন বাক্য: মহান বঙ্গবন্ধু নেতা একজন ছিলেন।

আসত্তিসম্পন্ন বাক্য: বঙ্গবন্ধু একজন মহান নেতা ছিলেন।

৩. যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত সঙ্গতি রক্ষার নাম যোগ্যতা। ব্যাকরণে বাক্য গঠনের যোগ্যতা বলতে বাক্যের ভাব প্রকাশ ক্ষমতাকে বোঝায়। সাধারণত গদ্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন-

যোগ্যতাহীন বাক্য: বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।

যোগ্যতাহীন বাক্য: সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে।

যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য: সূর্য পূর্ব দিকে উঠে।

বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে যেসব বিষয় জড়িত থাকে-

ক. দুর্বোধ্যতা: অপরিচিত, অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে বাক্যের অর্থ বোঝা যেমন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে তেমনি বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন-

অশুদ্ধ: তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ।

শুদ্ধ: তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ।

অশুদ্ধ: তার কথা আমার নিতরাং মনে পড়ে।

শুদ্ধ: তার কথা আমার সবসময় মনে পড়ে।

খ. উপমার ভুল প্রয়োগ: অলংকারের ভুল প্রয়োগ এবং যথাযথ স্থানে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্যে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন-

অশুদ্ধ: আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো।

শুদ্ধ: আমার হৃদয়ে-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

লক্ষণীয়- বীজ ক্ষেতে বপন করতে হয়, মন্দিরে নয়।

গ. বাহুল্য-দোষ: বাহুল্য শব্দের অর্থ বাড়াবাড়ি, আধিক্য, অতিরিক্ত, অনাবশ্যক ব্যাপার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করাই হলো 'বাহুল্য দোষ'। যেমন-

অশুদ্ধ: সব পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে একমত।

শুদ্ধ: সব পণ্ডিতই এ বিষয়ে একমত।

ঘ. গুরুচণ্ডালী দোষ: গুরুচণ্ডালী দোষ মূলত মিশ্রণ জাতীয় ভুল। অর্থাৎ সাধু-চলিতের মিশ্রণ কিংবা তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের মিশ্রণে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন-

অশুদ্ধ: মড়াদাহ (দেশি + তৎসম)

শুদ্ধ: মড়াপোড়া (দেশি + দেশি)

ঙ. বাগধারার ত্রুটি: বাগধারা হলো ভাষার ঐতিহ্য। বাগধারার অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন-
অশুদ্ধ: কাঠ হাসি (যোগ্যতাহীন)
শুদ্ধ: কাষ্ঠ হাসি (যোগ্যতাসম্পন্ন)

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। যথা: ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয়
ক. উদ্দেশ্য: বাক্যে যার সম্পর্কে বা যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন: **রায়হান** ফুটবল খেলে। **শিউলি** টেলিভিশন দেখছে। বাক্য দুটিতে 'রায়হান' ও 'শিউলি' হলো উদ্দেশ্য।
খ. বিধেয়: উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন: সাদিব এখন বই পড়ছে। এখানে 'সাদিব' হলো উদ্দেশ্য এবং 'বই পড়ছে' হলো বিধেয়।
বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা-না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-
১. সক্রিয় বাক্য: যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে, সেগুলোকে সক্রিয় বাক্য বলে। যেমন: আমার মা চাকরি করেন।
২. অক্রিয় বাক্য: যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে না, সেগুলোকে অক্রিয় বাক্য বলে। যেমন: তিনি বাংলাদেশের নাগরিক।
* তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগে এগুলো সক্রিয় বাক্য হয়ে যায়। যেমন-
তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। (অতীত)
তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হবেন। (ভবিষ্যৎ)

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

• বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যকে বিবৃতিবাচক, নেতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়:
১. বিবৃতিবাচক বাক্য: সাধারণভাবে কোনো বিবরণ প্রকাশ পায় যেসব বাক্যে, সেগুলোকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন- আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম। বিবৃতিবাচক বাক্য প্রধানত ২ প্রকার। যথা- ১. অস্তিবাচক বাক্য ২. নেতিবাচক বাক্য

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
লোকটি সৎ	লোকটি অসৎ নয়
জায়গাটি নির্জন	এখানে কেউ নেই।
তাতে সমাজ জীবন চলে না	তাতে সমাজ জীবন অচল হয়ে পড়ে।

২. প্রশ্নবাচক বাক্য: বক্তা কারও কাছ থেকে কিছু জানার জন্য যে ধরনের বাক্য বলে, সেগুলো প্রশ্নবাচক বাক্য। যেমন- তোমার নাম কী? সুন্দরবনকে কোন ধরনের বনাঞ্চল বলা হয়?
৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য: আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, প্রার্থনা কিংবা আশীর্বাদ ইত্যাদি বোঝাতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য হয়। যেমন- আমাকে একটি কলম দাও। তার মঙ্গল হোক।
৪. আবেগবাচক বাক্য: কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক হয়ে যে ধরনের বাক্য তৈরি হয়, তাকে আবেগবাচক বাক্য বলে। যেমন- দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি। অত উঁচু পাহাড়ে উঠে আমি তো ভয়েই মরি!

• গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল, জটিল ও যৌগিক।
১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- জেসমিন সবার জন্য চা বানিয়েছে।
২. জটিল বাক্য: একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে জটিল বাক্য তৈরি হয়। যেমন- যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো।
৩. যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যখন একটিমাত্র ওবাক্য গঠন করে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- রহমত রাতে রুটি খায় আর রহিমা খায় ভাত।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপান্তর।
ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর: যে-সে, যিনি-তিনি, যারা-তারা, যা-তা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যেহেতু-সেহেতু, যখন-তখন, যত-তত, যেমন-তেমন ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক যুক্ত করে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন-

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
সত্য বললে মুক্তি পাবে	যদি সত্য বল, তবে মুক্তি পাবে।

তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।	যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
ভিক্ষুককে দান কর।	যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।	যারা দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর: জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজককে বাদ দিতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।	পরোপকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
যেহেতু কোথাও কোনো পথ পাইনি, সেহেতু তোমার কাছে এসেছি।	কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়।	পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।
যখন সে সুসংবাদটা পেল, তখন সে আনন্দিত হলো।	সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

গ. সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর: যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। তাই সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে সরল বাক্যে থাকা অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়। সরল বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া থাকলে যৌগিক বাক্য গঠনের সময়ে আরেকটি ক্রিয়া তৈরি করে নিতে হয়। যেমন-

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।	তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
বিপদ-দুঃখ এক সময়ে আসে।	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।	তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছে।

ঘ. যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর: যৌগিক বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে; অন্যদিকে সরল বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে মাঝখানের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন-

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হবো না কেন?	তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
মেঘ গর্জন করে, ফলে ময়ূর নৃত্য করে।	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
সে এখানে এলো এবং সব কথা খুলে বললো।	সে এখানে এসে সব কথা খুলে বললো।
লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।	লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।

ঙ. জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর: জটিল বাক্যে থাকা সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক বাদ দিয়ে যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হয়। যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। 'ও', 'আর', 'বা', 'অথবা', 'নচেৎ', 'সুতরাং', 'অতএব' ইত্যাদি যোজক যোগে স্বনির্ভর বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করে নিতে হয়। যেমন-

জটিল বা মিশ্র বাক্য	যৌগিক বাক্য
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।	তোর ডাক শুনে কেউ নাও আসতে পারে, তাই একলা চলতে হবে।
যে সত্য কথা বলে, তাকে সকলে বিশ্বাস করে।	সে সত্য বলে, তাই তাকে সকলে বিশ্বাস করে।
যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।	বিপদ এবং দুঃখ একই সাথে আসে।
যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।	তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
যদি নিয়মিত সাঁতার কাঁটো, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	নিয়মিত সাঁতার কাটো, ফলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

চ. যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর: যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করার সময়ে যৌগিক বাক্যের যোজক বাদ দিতে হয়। এর বদলে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক যুক্ত হয়। যেমন-

যৌগিক বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
মেঘ গর্জন করে, ফলে ময়ূর নৃত্য করে।	যখন মেঘ গর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।
দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।	যদি দোষ স্বীকার কর, তবে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	যদিও ছেলেটির বয়স অল্প; তবু বেশ বুদ্ধিমান।

দোষ করেছ, অতএব শাস্তি পাবে।	যেহেতু দোষ করেছ, সেহেতু শাস্তি পাবে।

ছ. অস্তিবাচক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে।	মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না।
কাপুরুষেরাই মৃত্যুকে ভয় করে।	কাপুরুষ ছাড়া অন্য কেউ মৃত্যুকে ভয় করে না।
শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়।	শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।
উদ্যানলতা সৌন্দর্য গুণে বনলতার নিকট পরাজিত হলো।	উদ্যানলতা সৌন্দর্য গুণে বনলতার নিকট পরাজিত না হয়ে পারল না।
প্রিয়ংবদা যথার্থ বলেছে।	প্রিয়ংবদা অযথার্থ বলেনি।
পরোপকারেই পুণ্য লাভ হয়।	পরোপকার ব্যতীত পুণ্য লাভ হয় না।

জ. নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
পাজি লোক ছাড়া কেউ এ কাজ করতে পারে না।	কেবল পাজি লোকই এ কাজ করতে পারে।
আমি এখানে আর কখনো আসব না।	আমি এখানে শেষবারের মত এসেছি।
এমন কেউ নেই যে সুখী হতে চায় না।	সবাই সুখী হতে চায়।
এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়।	এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।
হৈম তার অর্থ বুঝল না।	হৈম তার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলো।
মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না।	মাছ পাওয়া যায় তো তেল দুর্লভ।
তোমার চেয়ে সে বেশি চতুর নয়।	তোমার চেয়ে সে কম চতুর।
সে কেবল কাঁদল না।	সে ছাড়া অন্য সবাই কাঁদল।

বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোকে পদ সংস্থাপনার ক্রম বা পদক্রম বলে।

বাক্য দীর্ঘতর হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ ও বর্গ যুক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এইসব শব্দ ও বর্গ প্রসারিত করে বলে এগুলোর নাম প্রসারক। এছাড়া বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলা হয় পূরক। যেমন-

আসিফ সাহেবের ছেলে	সুমন	গাছতলায় বসে	বই	পড়ছে
উদ্দেশ্যের প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের প্রসারক	বিধেয়ের পূরক	বিধেয়ের ক্রিয়া

নিয়মাবলি:

১. সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন-

মনোযোগী	ছাত্ররাই	রীতিমত	পড়াশোনা	করে
সম্প্রসারক	কর্তৃপদ	সম্প্রসারক	ক্রিয়াপদ	

কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন- লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।

২. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে। যেমন- 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।'

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন- লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র।

৪. বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসে। যথা- লোকটি যে জ্ঞানী তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন- আমি শাহনামা পড়েছি (কাব্যে এর ব্যতিক্রম হতে পারে)।

৬. বহুপদময় বিশেষণ সর্বদা বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যেমন- তোমার দাঁত বের করা হাসি দেখলে সবারই পিত্ত জ্বলে যায়।

• বাক্যে 'না' অব্যয়ের ব্যবহার:

ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন- আমি যাব না।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন- না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।

গ. যদি দিয়ে বাক্য আরম্ভ হলে সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন- যদি সে না আসে, তাহলে তার ক্ষতি হবে।

ঘ. বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন- না ভালো, না মন্দ।

বাক্য শুদ্ধিকরণ

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সচরাচর যে ভুলগুলো করা হয় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো-

• সাধু ও চলিত রীতির ভুল: সাধারণত এই ভুলগুলো সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাক্যটি সাধুরীতির হলে বাক্যে উল্লিখিত চলিত রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলো ভুল বলে গণ্য হবে। আবার, বাক্যটি চলিত রীতির হলে বাক্যে উল্লিখিত সাধুরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলো ভুল বলে গণ্য হবে। যেমন-

১. অর্থ-সামঞ্জস্যহীন পদের ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইক্ষুর চারা বপন করা হইল।	ইক্ষুর চারা রোপন করা হইল।
তাহার সাঙ্ঘাতিক আনন্দ হইল।	তাহার প্রচুর আনন্দ হইল।
হস্তীটি অপরিসীম স্থূলকায়।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থূলকায়।
বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি ভয়ঙ্কর।	বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অতি অসাধারণ।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আমরা উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিতেছি।	আমরা উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি।

২. বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার: শব্দে বিশেষ্যকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করলে বাক্য অশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সে আরোগ্য হয়েছে।	সে আরোগ্য লাভ করেছে।
দেবী অন্তর্ধান হইবেন।	দেবী অন্তর্হিত হইবেন।
এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
তিনি এখন মৌনী আছে।	তিনি এখন মৌন আছেন।
তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ।	তাহার জীবন সংশয়াপন্ন।

৩. বিশেষণের বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
আমি সাক্ষী দিয়েছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।
তদ্দৃষ্টে লিখিত হইল।	তদ্দর্শনে লিখিত হইল।

৪. বচনঘটিত শুদ্ধিকরণ: একই সাথে দুবার বহুবচন বাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। একটি বাক্যে একাধিকবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহারে 'বাহুল্য-দোষ' ঘটে। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত।	সকল শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ আজ উপস্থিত।
প্রত্যেক শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।	প্রত্যেক শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
সব ছাত্ররা আজ উপস্থিত।	সব ছাত্র আজ উপস্থিত।
	ছাত্ররা আজ উপস্থিত।
নীরোগ লোকরা যথার্থ সুখী।	নীরোগ লোক যথার্থ সুখী।
সর্ব বিষয়ে বাহুলতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	মানুষ মরণশীল।

৫. লিঙ্গঘটিত শুদ্ধিকরণ: সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গ রূপান্তরকালে কিছু প্রত্যয়, অতিরিক্ত শব্দ কিংবা শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়; না হলে ব্যাকরণজনিত ভুল দেখা দেয়। বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণে স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মেয়েটি পাগলি হয়ে গেছে।	মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে।
আজকালকার মেয়েরা যেমন কর্মঠ, তেমনি বিদ্বান	আজকালকার মেয়েরা যেমন কর্মঠ, তেমনি বিদুষী।
রাজা পাপিষ্ঠ রানিকে শাস্তি দিলেন।	রাজা পাপিষ্ঠা রানিকে শাস্তি দিলেন।
সে এমন রূপসী যেন অপ্সরা।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।

৬. অর্থসামঞ্জস্যহীন বাক্যের ব্যবহার: অর্থসামঞ্জস্যহীন বাক্য বা শব্দের অতিব্যবহারের ফলে বাক্য অশুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত, নতুবা বাক্যে অর্থের বিপর্যয় ঘটে। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা/ ভাই অসুস্থ।
তাহার হৃদয় কমলে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।	তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হইল।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
কথাটা আমার স্মৃতিপটে জাগরুক আছে।	কথাটা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।

৭. কী ও কি সমস্যা: বিস্ময়, প্রশ্ন ইত্যাদি অর্থে বিশেষণ এবং সর্বনাম রূপে স্বতন্ত্র পদ হিসেবে 'কী' ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সংশয় কিংবা প্রশ্ন বোঝাতে অব্যয় হিসেবে 'কি' ব্যবহৃত হয়। 'কি' প্রশ্নবোধক অব্যয় এবং 'কী' বিস্ময়সূচক পদ। প্রশ্নবোধক বাক্যে কি/কী উভয়টির ব্যবহার হয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর শুধু হাঁ বা না দিয়ে হলে 'কি' বসবে এবং প্রশ্নের উত্তর যদি ব্যাখ্যাকারে দিতে হয় তাহলে 'কী' বসবে। যেমন-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তুমি কী আজ যাবে?	তুমি কি আজ যাবে?
তুমি কী ঢাকা যাবে?	তুমি কি ঢাকা যাবে?

৮. বিবিধ শুদ্ধীকরণ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
সায়াহ্নে সবাই বাড়ি ফিরে।	সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরে।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
সাবধানপূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।
বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যতার শিকার হন।	বিদ্বান ব্যক্তিরা দারিদ্র্যের শিকার হন।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
তিনি আমার বইটি প্রকাশিত করেছেন।	তিনি আমার বইটি প্রকাশ করেছন।
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
লোকটি নিরপরাধী কিন্তু নিরহঙ্কারী নয়।	লোকটি নিরপরাধ কিন্তু নিরহঙ্কার নয়।
কুলটা নারীকে বর্জন কর।	কুলটাকে বর্জন কর।
দৈনতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
হাসান হলো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।	হাসান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।
নৌকার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।	নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।
কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন।	কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
একটি গোপন কথা বলি।	একটি গোপনীয় কথা বলি।
'গীতাঞ্জলী' পড়েছ কি?	'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?
আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
সূর্য উদয় হয়েছে?	সূর্য উদিত হয়েছে?

সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
অন্যায়ের ফল আবশ্যক	অন্যায়ের ফল অনিবার্য।
আমি যেয়ে দেখি সব শেষ।	আমি গিয়ে দেখি সব শেষ।
সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
বিদ্বান মূর্খ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।
বিবিধ জিনিসপত্র কিনলাম।	বিবিধ জিনিস কিনলাম।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার: বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

১. বর্তমান কাল: বর্তমানে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান কাল চার প্রকার: সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান এবং অনুজ্ঞা বর্তমান।

সাধারণ বর্তমান কাল: যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন: আমি স্কুলে যাই; সে বই পড়ে; সুমি নাচে।

• সাধারণ বর্তমান কালের উদাহরণ:

১. স্থায়ী সত্য প্রকাশে: চার আর তিনে সাত হয়।

২. ঐতিহাসিক বর্তমান: বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৩. কাব্যের ভণিতায়: মহাভারতের কথা অমৃতের সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।

৪. অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।

ঘটমান বর্তমান: যে কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়নি তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন: আমি স্কুলে **যাচ্ছি**। আমাদের পরীক্ষা **চলছে**। হাসান বই **পড়ছে**। নীরা গান **গাইছে**।

পুরাঘটিত বর্তমান: ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন: এ বার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**। আমি অঙ্কটি **করেছি**। তারা বাড়িতে **ফিরেছে**।

অনুজ্ঞা বর্তমান: যে ক্রিয়া দিয়ে বর্তমান কালে বক্তার আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, অভিশাপ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা বর্তমান কাল বলে। যেমন: তাড়াতাড়ি কাজটি **করো**। সকলের মঙ্গল **হোক**।

অতীত কাল: যে ক্রিয়া পূর্বেই ঘটে গেছে, তাই অতীত কাল।

অতীত কাল চার ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. সাধারণ অতীত: বর্তমান কালের আগেই যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন: তারা সেখানে বেড়াতে **গেল**। তখন বাতিটা জ্বলে **উঠল**। প্রদীপ নিভে **গেল**। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

নিত্যবৃত্ত অতীত: অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন: আমরা তখন রোজ সকালে নদীতীরে ভ্রমণ **করতাম**। খুব সকালে ঘুম থেকে **উঠতাম**। তারা সাগরের তীরে ঝিনুক **কুড়াত**।

ঘটমান অতীত কাল: অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনো কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন: তারা মাঠে **খেলছিল**। কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। বাবা আমাদের পড়াশুনা **দেখাচ্ছিলেন**।

পুরাঘটিত অতীত কাল: যে ক্রিয়া অতীতে বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন: সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**। খবরটা তুমি আমাকে চিঠিতে **জানিয়েছিলে**।

ভবিষ্যৎ কাল: যে কাজ ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আমি ভাত **খাবো**।

• ভবিষ্যৎ কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:
সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল: যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আমরা রংপুরে **যাব**। দু-এক দিনের মধ্যে সে **আসবে**। শীঘ্রই বৃষ্টি **আসবে**। আমরা মাঠে খেলতে **যাব**।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল: যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আমাদের কাজ আমরা **করতে থাকবো**। এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আমরা ফুটবল খেলতে থাকবো।

অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ: যে ক্রিয়া দিয়ে ভবিষ্যৎ কালে আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি বোঝানো হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: তাড়াতাড়ি কাজটি **করো**। ভালোভাবে পৌঁছে **যেয়ো**।

ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ
অনেক সময়ে ক্রিয়াবিভক্তি যে কালের হয়, ঘটনা সেই কালের হয় না। এগুলো ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।
সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:
• ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)
• সবাই যেন সভায় হাজির থাকে। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:
১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা: "শত্রুর অত্যাচারের দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত **হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**"।
২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে: চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।
৩. আগামী মাসে আমরা সিলেট যাচ্ছি। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

সাধারণ অতীত কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:
• শিকারি পাখিটিকে এইমাত্র গুলি করল। (ঘটনা পুরাঘটিত বর্তমানের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)
• যদি বৃষ্টি হতো, সবাই মিলে খিচুড়ি খেতাম। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:
• অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন:
• তোমরা হয়ত 'বিশ্বনবী' **পড়ে থাকবে**। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু কাল ভবিষ্যৎ।)
• তোমরা হয়ত ছয় দফার কথা **শুনে থাকবে**। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু কাল ভবিষ্যৎ।)

বাংলা সাহিত্য

♦ আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ

♦ সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

▪ বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম সুফিয়া কামাল ২০ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক মহিলা কবি সুফিয়া কামাল। তিনি 'জননী সাহসিকা' নামে পরিচিত। তিনি রবীন্দ্র কাব্যধারার একজন গীতিকবি এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি।

▪ সাহিত্যকর্ম:
১. কাব্যগ্রন্থ: সাঁঝের মায়া (এটি তাঁর রচিত প্রথম কাব্য), মায়াহু কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, দিওয়ান, অভিযাত্রিক, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, মোর জাদুদের সমাধি পরে।
২. গল্প: কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)।
৩. শিশুতোষ গ্রন্থ: ইতল-বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে।
৪. স্মৃতিকথা: একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)।
৫. আত্মজীবনী: একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।
৬. ভ্রমণকাহিনী: সোভিয়েতের দিনগুলো।

৭. কবিতা: তাহারেই পড়ে মনে, রূপসী বাংলা।

♦ শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

▪ বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক শওকত ওসমান ২ জানুয়ারি, ১৯১৭ সালে হুগলির সবল সিংহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম- শেখ আজিজুর রহমান। প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ তাঁকে 'অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষ' নামে অভিহিত করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: জননী (প্রথম প্রকাশিত), ক্রীতদাসের হাসি (এর জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন), বনি আদম, আর্তনাদ, জাহান্নম হইতে বিদায় (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জলাঙ্গী, পতঙ্গ পিঞ্জর, রাজপুরুষ, চৌরসন্ধি।

২. নাটক: আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, বাগদাদের কবি, জন্ম-জন্মান্তর, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা।

৩. গল্পগ্রন্থ: জন্ম যদি তব বঙ্গে (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, প্রস্তর ফলক, মনিব ও তাহার কুকুর।

৪. শিশুতোষ: ওটেন সাহেবের বাংলো, মস্কুইটোফোন, ক্ষুদে সোশালিস্ট।

৫. প্রবন্ধ: সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই, মুসলিম মানসের রূপান্তর, ভাব ভাষা ও ভাবনা।

♦ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

▪ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, জীবন সন্ধানী ও সমাজ সচেতন শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৫ আগস্ট, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক এবং বাংলা উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির প্রথম প্রয়োগ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: লালসালু (প্রকাশকাল- ১৯৪৮, ইংরেজি অনুবাদ- Tree without roots), চাঁদের অমাবস্যা (মনঃসমীক্ষমূলক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস, প্রকাশকাল-১৯৬৪), The Ugly Asian, কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), How to cook beans (ইংরেজি ভাষায় রচিত)|

২. নাটক: বহ্নিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।

৩. গল্পগ্রন্থ: নয়নচারা (প্রথম গল্পগ্রন্থ), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, গল্পসমগ্র।

♦ মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

▪ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, অসাধারণ বক্তা, সৃজনশীল নাট্যকার ও সফল অনুবাদক মুনীর চৌধুরী। জন্ম- ২৭ নভেম্বর, ১৯২৫ সালে মানিকগঞ্জ শহরে। তিনি ১৯৬৫ সালে বাংলা টাইপ রাইটিং এর কীবোর্ড 'মুনীর অপটিমা' উদ্ভাবন করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আল বদর বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর (তাঁর রচিত প্রথম নাটক, প্রকাশকাল-১৯৬২, এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক), কবর (ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত নাটকটি তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় রচনা করেন), মানুষ, নষ্ট ছেলে, দন্ডকারণ্য, চিঠি।

২. অনূদিত নাটক: কেউ কিছু বলতে পারে না (You never can tell), রূপোর কৌটা (The silver box), মুখরা রমনী বশীকরণ (এটি শেক্সপিয়রের Taming of the Shrew এর অনুবাদ)।

৩. প্রবন্ধ: মীর মানস, তুলনামূলক সমালোচনা।

♦ আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

▪ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক ১ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জীবনসন্ধানী লেখক।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: উপন্যাস সূর্য-দীঘল বাড়ি (এটি প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল-১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (রহস্য উপন্যাস)।

২. গল্পগ্রন্থ: মহাপতঙ্গ, অভিশাপ (প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প), হারেম, জোঁক (ছোটগল্প)।

৩. নাটক: জয়ধ্বনি।

৪. স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: স্মৃতিবিচিত্রা।

♦ শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

▪ শহীদুল্লাহ কায়সার (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭-১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১) ছিলেন একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক লেখক ও বুদ্ধিজীবী। তার প্রকৃত নাম ছিল আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক জহির রায়হান তাঁর আপন ভাই।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: সারেং বৌ (১৯৬২ং), সংশপ্তক (১৯৬৫)।

২. স্মৃতিকথা: রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।

৩. ভ্রমণকাহিনী: পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

♦ শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

▪ নাগরিক কবি শামসুর রাহমান ২৪ অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। ডাকনাম-বাচ্চু। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি 'দেশ' পত্রিকার 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সিন্দাবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, মৈনাক প্রভৃতি ছদ্মনামে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন। তিনি ১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকাল-১৯৬০), বন্দী শিবির থেকে (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এ কাব্যের প্রকাশকাল-১৯৭২), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি, এক ধরনের অহংকার, আমি অনাহারী, প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, শূন্যতায় তুমি শোকসভা।

২. উপন্যাস: অক্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্তাজ, এলো সে অবেলায়।

৩. আত্মস্মৃতি: স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধূলোয় লেখা (২০০৪)।

৪. শিশুতোষ: এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫), ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)।

৫. হাতির শুড় (১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে এটি লিখেছিলেন), টেলিমেকাস, আসাদের শার্ট, (বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।

♦ হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

▪ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান ১৪ জুন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বিষয়ভিত্তিক কবি বলা হয়। তিনি 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলন এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' সম্পাদনা করেন। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' হলো ভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন। ১৯৫৩ সালের মার্চে এটি প্রকাশিত হলে সংকলনটি পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি এতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: বিমুখ প্রান্তর (এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্য যার প্রকাশকাল ১৯৬৩। 'অমর একুশে' এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), শোকার্ত, তরবারী, ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী, আর্ত শব্দাবলী, অন্তিম শবের মতো।

২. প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা, মূলবোধের জন্য, আলোকিত গহ্বর, সাহিত্য প্রসঙ্গ।

৩. গল্পগ্রন্থ: আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)

৪. ভ্রমণকাহিনী: সীমান্ত শিবিরে।

৫. সম্পাদনা: একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র (১৯৮২-৮৩)।

♦ জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

▪ প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান ছিলেন ভাষাসৈনিক। তিনি ১৯ আগস্ট, ১৯৩৫ সালে ফেনীর মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাকনাম- জাফর। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার-১৯৭২ (মরণোত্তর) পান। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই নিখোঁজ হন। তাঁর লাশও পাওয়া যায়নি।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: শেষ বিকেলের মেয়ে (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৮), আর কত দিন, একুশে ফেব্রুয়ারি (ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস), তৃষ্ণা, বরফ গলা নদী, কয়েকটি মৃত্যু।

২. চলচ্চিত্র: কখনো আসেনি (১৯৬১), সঙ্গম (বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র), জীবন থেকে নেয়া (ভাষা আন্দোলনভিত্তিক), কাঁচের দেয়াল, বাহানা (উর্দু ভাষায় নির্মিত), সোনার কাজন, বেহুলা, আনোয়ারা।

৩. গল্পগ্রন্থ: সূর্যগ্রহণ, বাঁধ।

৪. প্রামাণ্যচিত্র: Stop Genocide, A State is Born (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), Let there be Light।

♦ সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

▪ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৩১ বছর বয়সে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পান (এ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়সী)। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: দেয়ালের দেশ (এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস), নিষিদ্ধ লোবান (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এটি 'গেরিলা' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ), নীলদংশন (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), খেলারাম খেলে যা, সীমানা ছাড়িয়ে, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, আয়না বিবির পালা, স্তব্ধতার অনুবাদ, তুমি সেই তরবারি।

২. কাব্যগ্রন্থ: পরানের গহীন ভিতর (আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত), একদা এক রাজ্যে, বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, নাভিমূলে ভস্মাধার।

৩. কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), নূরলদীনের সারা জীবন (বিখ্যাত উক্তি- 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়'), গণনায়ক, এখানে এখন, ঈর্ষা।

৪. প্রবন্ধ: হৃৎকলমের টানে (১৯৯১)।

৫. শিশুতোষ: সীমান্তের সিংহাসন, হাডসনের বন্দুক।

৬. গল্প: তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল, রক্তগোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, জলেশ্বরীর গল্পগুলো, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান।

♦ আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯)

▪ বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ ১১ জুলাই, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম- মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: লোক লোকান্তর (প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ), সোনালী কাবিন, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো, পাখির কাছে ফুলের কাছে, বখতিয়ারের ঘোড়া, প্রেমের কবিতা, দ্বিতীয় ভাঙ্গন।

২. উপন্যাস: ডাহুকী, কবি ও কোলাহল, উপমহাদেশ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), আগুনের মেয়ে, কাবিলের বোন।

৩. গল্পগ্রন্থ: পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, ময়ূরীর মুখ, গন্ধবণিক।

♦ শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)

▪ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক শওকত আলী ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু- ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), যাত্রা (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬), ওয়ারিশ (১৯৮৯), উত্তরের খেপ, নাঢ়াই (তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার উপন্যাস), দক্ষিণায়নের দিন, পূর্বরাত্রির পূর্বদিন, দলিল, উত্তরের ছাপ, ত্রিপদী, পতন, স্থায়ী ঠিকানা।

২. গল্পগ্রন্থ: উন্মুক্ত বাসনা, লেলিহান স্বাদ, শুন হে লক্ষিন্দর।

৩. ত্রয়ী উপন্যাস: কুলায় কালস্রোত, দক্ষিণায়নের দিন, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন।

♦ হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)

▪ হাসান আজিজুল হক ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'অসীমান্তিক' (১৯৯৮) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৫ নভেম্বর, ২০২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: আগুনপাখি (২০০৬), সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩), বৃত্তায়ন, শিউলি, শামুক।

২. গল্পগ্রন্থ: আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭), নামহীন গোত্রহীন (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), আমরা অপেক্ষা করছি, সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, জীবন ঘষে আগুন, রোদে যাব, বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প।

৩. প্রবন্ধ: কথাসাহিত্যের কথকতা, অপ্রকাশের ভার।

৪. শিশুসাহিত্য: লালঘোড়া আমি, ফুটবল থেকে সাবধান।

♦ আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

▪ বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক আহমদ ছফা ৩০ জুন, ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাকে স্বাধীন করার প্রত্যয়ে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' গঠন করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা 'প্রতিরোধ' প্রকাশ করেন। ২৮ জুলাই, ২০০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: ওঙ্কার (স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি উত্থানের এক মনোজ্ঞ রূপায়ন), গাভী বিত্তান্ত (ঢাবির অনিয়মের প্রেক্ষাপটে রচিত ব্যাঙ্গাত্মক রচনা), মরণ বিলাস, একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন, অলাতচক্র, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (জীবনীমূলক উপন্যাস)।

২. জাগ্রত বাংলাদেশ (এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থ), যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭), বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, সংকটের নানা চেহারা, বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র (২০০১)।

৩. গল্প: নিহত নক্ষত্র।

৪. শিশুতোষ: দোলো আমার কনক চাপা, গো-হাকিম।

♦ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

▪ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বগুড়া জেলায়। ডাকনাম- মঞ্জু।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭) [প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এটি উনসত্তরের গণআন্দোনের প্রেক্ষাপটে রচিত। চরিত্র: ওসমান, খিজির, আনোয়ার], 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) [এতে গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ তেভাগা আন্দোলন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিঁখুতভাবে ফুটে উঠেছে। কাৎলাহার বিলের দু'ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত এ উপন্যাসের উপজীব্য]।

২. গল্পগ্রন্থ: অন্যঘর অন্যস্বর, দুধেভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, খোঁয়ারি।

৩. গল্প: রেইনকোট (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), জাল স্বপ্নের জাল (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), মিলির হাতে স্টেশনগান (স্বাধীনতা পরবর্তী বিশৃঙ্খল বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ রূপায়িত), ফোঁড়া।

৪. প্রবন্ধগ্রন্থ: সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (১৯৯৮)।

♦ নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)

▪ বাংলাদেশের 'কবিদের কবি' নির্মলেন্দু গুণ ২১ জুন, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: প্রেমাংশুর রক্ত চাই, বাংলার মাটি বাংলার জল, চাষাভূষার কাব্য, মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা, দূর হ দুঃশাসন, শিয়ারে বাংলাদেশ, ইসক্রা।

২. কবিতা: হুলিয়া, স্বাধীনতা- এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো।

৩. ছোটগল্প: আপন দলের মানুষ, অন্তর্জাল।

৪. আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, আত্মকথা ১৯৭১, রক্তঝরা নভেম্বর, আমার কণ্ঠস্বর।

৫. ভ্রমণকাহিনী: ভলগার তীরে, গীনসবার্গের সঙ্গে, ভ্রমি দেশে দেশে।

♦ হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)

▪ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম-হুমায়ুন কবীর। তিনি ১১ আগস্ট, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মিউনিখে মৃত্যুবরণ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: অলৌকিক ইস্টিমার, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু, জ্বলো চিতাবাঘ, যতোই গভীরে যাই মধু-ততই উপরে যাই নীল, পেরোনোর কিছু নেই।

২. উপন্যাস: ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকোথন, পাক সার জমিন সাদ বাদ, সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে, কবি অথবা দন্ডিত পুরুষ, রাজনীতিবিদগণ।

৩. প্রবন্ধগ্রন্থ: নারী, নিবিড় নীলিমা, নরকে অনন্ত ঋতু, দ্বিতীয় লিঙ্গ।

৪. কিশোর সাহিত্য: লাল নীল দীপাবলি (১৯৭৬), কতো নদী সরোবর, ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, বুক পকেটে জোনাকি পোকা, আব্বুকে মনে পড়ে।

৫. ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ: বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, বাক্যতত্ত্ব, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান।

♦ সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-)

▪ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত নারী ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। জন্ম- ১৪ জুন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরের সিরোইলে। পৈতৃক নিবাষ লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ১৯৮০ সালে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার', চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৭) লাভ করেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: হাঙর নদী গ্রেনেড (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), জলোচ্ছ্বাস, যাপিত জীবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, কাঁটাতারের প্রজাপতি, কাকতাড়ুয়া, যুদ্ধ, কাঠকয়লার ছবি, চাঁদবেনে, নীল ময়ূরের যৌবন, মগ্ন চৈতন্য শিস, কালকেতু ও ফুল্লরা, ঘুমকাতুরে ঈশ্বর।

২. প্রবন্ধ: স্বদেশে পরবাসী, একাত্তরের ঢাকা, নির্ভয় করো হে, ঘর গেরস্থির রাজনীতি, মুক্ত করো ভয়।

৩. গল্পগ্রন্থ: উৎস থেকে নিরন্তর, পরজন্ম, মানুষটি, মতিজানের মেয়েরা, অনূঢ়া পূর্ণিমা, নারীর রূপকথা।

♦ হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

▪ বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক খ্যাত। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। তিনি ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- নেত্রকোনার কুতুবপুর। তাঁর ডাকনাম কাজল এবং পিতৃপ্রদত্ত নাম শামসুর রহমান। কথাসাহিত্যিক জাফর ইকবাল ও কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব তার ভাই। তাঁকে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণ করেন। নুহাশ পল্লীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. উপন্যাস: নন্দিত নরকে (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল-১৯৭২), শঙ্খনীল কারাগার, কোথাও কেউ নেই (চরিত্র-বাকের ভাই), কে কথা কয়, দেয়াল (রাজনৈতিক উপন্যাস), বহুব্রীহি, শ্রাবণ মেঘের দিন, নক্ষত্রের রাত, অপেক্ষা, তোমাদের জন্য ভালোবাসা (১৯৭৩) (প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্য)।

২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: আগুনের পরশমণি (১৯৮৬), জোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, সূর্যের দিন, সৌরভ, নির্বাসন, অনিল বাগচীর একদিন।

৩. ছোটগল্প: এলেবেলে (রম্যগল্প), আনন্দ বেদনার কাব্য।

৪. আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, বলপয়েন্ট, রংপেন্সিল, লীলাবতীর মৃত্যু।

৫. চলচ্চিত্র: শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া, নন্দিত নরকে, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, দুই দুয়ারি, দারুচিনি দ্বীপ, আমার আছে জল, ঘেটুপুত্র কমলা (তাঁর নির্মিত সর্বশেষ চলচ্চিত্র), অনিল বাগচীর একদিন (২০১৫-মৃত্যুর পর তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়)।

৬. টিভি নাটক: কোথাও কেউ নেই, আজ রবিবার, প্রথম প্রহর, এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, নক্ষত্রের রাত, অয়োময়, নিমফুল, এই মেঘ এই রৌদ্র।

♦ সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)

▪ প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন ১৮ আগস্ট, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফেনীর সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মঈনুদ্দিন আহমেদ। তিনি বাংলা নাট্য সাহিত্যে এথনিক থিয়েটারের উদ্ভাবনকারী এবং 'নাট্যাচার্য' হিসেবে খ্যাত। তাঁর শিল্পচিন্তার নাম ছিল- কথানাট্য। তিনি বাংলা নতুন ধারা নাটকের পথিকৃৎ এবং 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রবর্তক। তিনি ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

▪ সাহিত্যকর্ম:

১. নাটক: সর্প বিষয়ক গল্প, জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, হাতহদাই, চাকা (কথানাট্য), হরগজ, ধাবমান, শকুন্তলা, বনপাংশুল, মুনতাসির ফ্যান্টাসী, কীত্তনখোলা (উপজীব্য-লোকায়ত জীবন সংস্কৃতি), কেরামত মঙ্গল, এক্সপ্লোসিড ও মূল সমস্যা, প্রাচ্য, নিমজ্জন, স্বর্ণবোয়াল।

২. গীতিনৃত্যনাট্য: ঊষা উৎসব ও স্বপ্ন রমনীগণ (২০০৭)।

৩. কাব্যগ্রন্থ: কবি ও তিমি।

৪. উপন্যাস: অমৃত উপখ্যান।

৫. গবেষণাগ্রন্থ: মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য।

♦ গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ:

▪ শামসুর রাহমান:

১. পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত,
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে, নতুন নিশানা উড়িয়ে,
দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক এই বাংলায় তোমাকেই আসতেই হবে। (তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা)

২. তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

▪ আল মাহমুদ

১. আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে। (নোলক)

▪ নির্মলেন্দু গুণ

১. সমবেত সকলের মতো আমি গোলাপ ফুল
খুব ভালোবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে
সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন
কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। (বঙ্গবন্ধু)

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হবে'-এ বাক্যটি কীরূপ বাক্য?
ক. মিশ্র বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. সরল বাক্য ঘ. আশ্রিত বাক্য উ: খ

২. 'বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে' বাক্যটি কোন শ্রেণির? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]
ক. জটিল খ. মিশ্র গ. সরল ঘ. যৌগিক উ: ঘ

৩. 'শিক্ষিত লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান'-এটি কোন ধরনের বাক্য? [সিএজিডিএফ (জুনিয়র অডিটর)-১৯]
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. জটিল বাক্য ঘ. খণ্ডবাক্য উ: ক

৪. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক. মুনীর চৌধুরী খ. হাসান হাফিজুর রহমান গ. শামসুর রাহমান ঘ. গাজীউল হক উ: খ

৫. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' কে সম্পাদনা করেন? [সহকারী তথ্য অফিসার-১০, জুনিয়র অডিটর (অর্থ মন্ত্রণালয়)-১১]
ক. হাসান আজিজুল হক খ. আবুল হাসান গ. আহসান হাবীব ঘ. হাসার হাফিজুল রহমান
উ: ঘ

৬. 'রাজা যায় রাজ আসে'-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- [থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১০]
ক. আবুল হোসেন খ. নির্মলেন্দু গুণ গ. আবুল হাসান ঘ. শামসুর রাহমান
উ: গ

৭. 'অক্টোপাস' উপন্যাসের লেখক কে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৫]
ক. আল মাহমুদ খ. আবুল হাসান গ. বেগম সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান
উ: ঘ

৮. রৌদ্র করোটিতে, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, বিধ্বস্ত নীলিমা- রচনা করেছেন- [পিএসসি'র সহকারী সচিব-০৫]
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. রফিক আজাদ গ. আবদুল মান্নান সৈয়দ ঘ. শামসুর রাহমন
উ: ঘ

৯. 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে? [১৫তম বিসিএস, রেল মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক-২১, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ-১৮, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ (নার্স)-১৬]
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ গ. হুমায়ুন আহমদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়
উ: খ

১০. আল মাহমুদের কাব্য কোনটি? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সহকারী প্রোগ্রামার-১৭]

ক. বন্দী শিবির থেকে খ. তবক দেওয়া পান গ. সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে ঘ. কালের কলস
উ: ঘ

১১. আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. লোক লোকান্তর খ. কালের কলস গ. সোনালী কাবিন ঘ. মায়াবী পর্দা দুলে উঠো
উ: ক

১২. আল মাহমুদের 'পানকৌড়ির রক্ত' কোন ধরনের রচনা? [কারা তত্ত্বাবধায়ক-০৫]
ক. ভ্রমণকাহিনী খ. রম্য রচনা গ. কথা সাহিত্য ঘ. কাব্যগ্রন্থ
উ: গ

১৩. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম
উ: খ

১৪. 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. আল মাহমুদ খ. আব্দুল মান্নান সৈয়দ গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান
উ: ঘ

১৫. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা- কার কবিতা? [৩৪তম বিসিএস, এনএসআই (ফিল্ড অফিসার)-১৭, অগ্রণী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-১৩]
ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান
উ: ঘ

১৬. 'পাড়াতলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন- [৩০তম বিসিএস]
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিম আলদীন
উ: গ

১৭. 'স্বাধীনতা তুমি রবী ঠাকুরের অৎর কবিতা, অবিনাশী গান' এই বিখ্যাত কবিতাংশ কার সৃষ্টি? [ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. কবি নির্মলেন্দু গুণ খ. কবি শামসুর রাহমান গ. কবি সৈয়দ শামসুল হক ঘ. হাসান হাফিজ
উ: খ

১৮. কবি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮]
ক. অলীক স্বপ্ন খ. চৈত্রমাসের দিনগুলো গ. অবসাদ ঘ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
উ: ঘ

১৯. 'মৈনাক' কার ছদ্ম নাম? [বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ হিসাব- অর্থ রাজস্ব)-১৮]
ক. শামসুর রাহমান খ. জসিমউদ্‌দীন গ. আব্দুল কাদির ঘ. সুফিয়া কামাল
উ: ক

২০. 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৬]
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. আল মাহমুদ গ. শামসুর রাহমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক
উ: গ

২১. 'এলেটিং বেলাটিং' ও 'ধান ভানলে কুড়ো দেব' শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা কে? [সহকারী পরিচালক (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা)-০১]
ক. রোকনুজ্জামান খান খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ঘ. শামসুর রাহমান
উ: ঘ

২২. 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার-১৮, পরিসংখ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র অফিসার-১৪]
ক. শামসুর রাহমান খ. জাহানারা আরজু গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. আল মাহমুদ
উ: ক

২৩. 'হুলিয়া' কবিতাটি কার লেখা? [৩৫তম বিসিএস, উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)-১২]
ক. আবুল হাসান খ. আবুল হোসেন গ. মহাদেব সাহা ঘ. নির্মলেন্দু গুণ
উ: ঘ

২৪. 'চাষাভূষার কাব্য' কার রচনা? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৮, বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক-১৬]
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. শামসুর রাহমান গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আহমদ ছফা
উ: ক

২৫. কোনটি নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থ? [থানা শিক্ষা কর্মকর্তা-১০]
ক. বাংলার মাটি বাংলার জল খ. তবক দেওয়া পান গ. চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া ঘ. রৌদ্রে প্রতিধ্বনি
উ: ক

২৬. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস, পল্লী বিদ্যুৎ (সহকারী পরিচালক)-১৬, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-১২]
ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ গ. কাঁটাতারের প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই
উ: ঘ

২৭. 'অলৌকিক ইস্টিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. হুমায়ুন আজাদ খ. হেলাল হাফিজ গ. আসাদ চৌধুরী ঘ. রফিক আজাদ
উ: ক

২৮. 'লাল নীল দীপাবলি' কার রচনা? [সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)-১৬, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক ও গবেষণা কর্মকর্তা-১৩]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. হুমায়ূন আহমেদ গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ুন আজাদ
উ: ঘ

২৯. 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল' গ্রন্থের লেখক কে? [খাদ্য অধিদপ্তর পরিদর্শক-১২]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ুন আজাদ
উ: ঘ

৩০. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' কার রচনা? [৩৯তম বিসিএস, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার-১৮]
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. শওকত ওসমান গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আমজাদ হোসেন
উ: ক

৩১. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [২০তম বিসিএস, উপপরিদর্শক-১০, সহকারী পরিচালক (পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন)-০৩]
ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় খ. আগুনের পরশমণি গ. চিলেকোঠার সেপাই ঘ. রাজা যায় রাজা আসে
উ: খ

৩২. মতিন ও কমল নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিশুর আত্মানুসন্ধান প্রকাশিত হয় হুমায়ুন আহমেদ কোন উপন্যাসে? [বিজেএস-১৩]
ক. চিলোকোঠার সেপাই খ. একাত্তরের দিনগুলি গ. শঙ্খনীল কারাগার ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
উ: গ

৩৩. 'অনীল বাগচীর একদিন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. সেলিনা হোসেন গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক
উ: ক

৩৪. মমতাজউদ্দিন আহমদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক কোনটি?
ক. স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা খ. একদিন প্রতিদিন গ. নরকে লাল গোলাপ ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
উ: ক

৩৫. নিচের কোনটি মমতাজউদ্দিন আহমদের রচনা নয়?
ক. কি চাহ শঙ্খচিল খ. সাত ঘাটের কানাকড়ি গ. নেমেসিস ঘ. স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা
উ: গ

৩৬. বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটারে'র প্রবর্তক কে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. মমতাজউদদীন আহমেদ খ. আব্দুল্লাহ আল মামুন গ. সেলিম আল দীন ঘ. রামেন্দু মজুমদার
উ: গ

৩৭. কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের- [২৬তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৩, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১]
ক. মুনতাসীর ফ্যান্টাসী খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় গ. কবর ঘ. বহুব্রীহি
উ: ক

৩৮. 'হাত-হদাই' একটি- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৬]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. নাটক
উ: ঘ

৩৯. 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন, এক্সপ্লোসিড ও মূল সমস্যা, চরকাকড়ার ডকুমেন্টারী'-প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার- [সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-০৮]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সেলিম আল দীন গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. মুনীর চৌধুরী
উ: খ

৪০. 'কিত্তনখোলা' নাটকটির রচয়িতা কে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১০]
ক. জিয়া হায়দার খ. সেলিম আল দীন গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. ইব্রাহিম খলিল
উ: খ

৪১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক- [৩৬তম বিসিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী-২০২০, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮, সহকারী পরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-১৩, সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা-১২]
ক. সুবচন নির্বাসনে খ. রক্তাক্ত প্রান্তর গ. নূরলদীনের সারাজীবন ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
উ: ঘ

৪২. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন জাতীয় রচনা? [১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক-১৩]
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প গ. কবিতাগ্রন্থ ঘ. নাটক
উ: ঘ

৪৩. 'যখন আমার জনকের নাম কেষ মুজিবুর রহমান'-পঙক্তিটির কোন কবির রচনা? [সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৭]
ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. অতুল প্রসাদ সেন গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. নির্মলেন্দু গুণ
উ: গ

৪৪. 'তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ'-কে জানিয়েছেন এই অভিবাদন? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিভিল উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১৬]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. আসাদ চৌধুরী গ. কামাল চৌধুরী ঘ. অসীম সাহা
উ: ক

৪৫. 'জাগো বাহে কোণ্ঠে সবাই' এই অবিস্মরণীয় আহবান করে কোন চরিত্রটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্কেল এডজুটেন্ট-১০]
ক. দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকের তোরাব খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অচলায়তন নাটকের দাদা ঠাকুর
গ. মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী নাটকের কদম আলী ঘ. সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন নাটকের নূরলদীন
উ: ঘ

৪৬. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এটি কার লেখা? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮, সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৬, খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক-১১]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. জহির রায়হান গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. জিয়া হায়দার
উ: ক

৪৭. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কী? [কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১৩]
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গৃহযুদ্ধ গ. বিশ্বযুদ্ধ ঘ. ভাষা আন্দোলন
উ: ক

৪৮. 'মিলির হাতে স্টেনগান'-গল্পটি কার লেখা? [৩৫তম বিসিএস]
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ. শওকত ওসমান গ. শহীদুল জহির ঘ. শওকত আলী
উ: ক

৪৯. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা- [২৩তম বিসিএস, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-০৮]
ক. শওকত ওসমান খ. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. হাসান আজিজুল হক
উ: গ

৫০. 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থ কে রচনা করেন? [২০তম বিসিএস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক-১৩, উপজেলা/থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-১২]
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. বিনয় ঘোষ গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. রাধারমন মিত্র
উ: গ

৫১. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র খ. ক্ষুধা ও আশা গ. কর্ণফুলি ঘ. ধানকন্যা
উ: গ

৫২. আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' কোন জাতীয় গ্রন্থ? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. প্রবন্ধ
উ: খ

৫৩. 'স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয় কি বন্ধুর, আমরা এখনো'-কবিতাংশটি কার রচনা?
ক. আলাউদ্দিন আল আজাদ খ. শহীদ কাদরী গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আবু রুশদ
উ: ক

৫৪. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' কোন ধরনের রচনা? [জেলা নির্বাচন অফিসার-০৬]
ক. কাব্য খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. ছোটগল্প
উ: খ

৫৫. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [৪৩তম বিসিএস]
ক. কাঁদো নদী কাঁদো খ. নেকড়ে অরণ্য গ. রাঙা প্রভাত ঘ. প্রদোষে প্রাকৃতজন
উ: খ

৫৬. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম
উ: গ

৫৭. শওকত ওসমান রচিত 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হলো-
ক. ভাষা আন্দোলন খ. মুক্তিযুদ্ধ গ. তেভাগা আন্দোলন ঘ. মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় গতি-প্রকৃতি
উ: খ

৫৮. 'ক্রীতদাসের হাসি' এর রচয়িতা- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সিভিল (গণপূর্ত অধিদপ্তর)-১১]
ক. আবু জাফর শামসুদ্দীন খ. আবুল ফজল গ. শওকত ওসমান ঘ. সত্যেন সেন
উ: গ

৫৯. শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় কী?
ক. '৫২-র ভাষা আন্দোলন খ. ইংরেজ শাসনামল গ. '৭১-র মুক্তিযুদ্ধ ঘ. সামাজিক জীবন দর্পণ
উ: গ

৬০. মুনীর চৌধুরী রচিত 'মুখরা রমনী বশীকরণ' একটি- [৩৮তম বিসিএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিসার-১৪]
ক. অনুবাদ গল্প খ. অনুবাদ উপন্যাস গ. অনুবাদ প্রবন্ধ ঘ. অনুবাদ নাটক
উ: ঘ

৬১. মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি? [৩৬তম বিসিএস, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮]
ক. কবর খ. চিঠি গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. মুখরা রমণী বশীকরণ
উ: ঘ

৬২. 'কবর' নাটক কোন পটভূমিতে রচিত? [৩৪তম বিসিএস, সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান খ. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন গ. বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ঘ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
উ: খ

৬৩. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের নাট্যকার কে? [১০ম, ১৮তম ও ২১তম বিসিএস,]
ক. কবীর চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনতাসির মামুন
উ: খ

৬৪. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৩২তম ও ২৮তম বিসিএস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী প্রসিকিউটর-২০, পরিদর্শক-১৩, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার-১৩, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক-১৩]
ক. অগ্নিসাক্ষী খ. চিলেকোঠার সেপাই গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. অনেক সূর্যের আশা
উ: গ

৬৫. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো- [২৮তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)-০৭]
ক. '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ খ. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

৬৬. 'তপু' কোন ছোট গল্পে চরিত্র? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড কো. লি. সহকারী অফিসার (জেনারেল)-১৮]
ক. মহেশ খ. কাবুলিওয়ালা গ. একুশের গল্প ঘ. ছুটি
উ: গ

৬৭. ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি নিখোঁজ ও শহীদ হন কে? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিডওয়াইফ-১৭]
ক. জহির রায়হান খ. মুনির চৌধুরী গ. আব্দুল হাই ঘ. মাহবুবুল আলম
উ: ক

৬৮. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস কার লেখা? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার-১৭, সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর-১৭, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১, কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. শওকত ওসমান খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ. জহির রায়হান ঘ. শহীদুল্লা কায়সার
উ: গ

৬৯. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেন? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-০৯]
ক. শামসুর রাহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান
উ: ঘ

৭০. 'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন'- নিম্নের কোনটি থেকে নেওয়া? [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অফিসার-১৮, বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক-০৮]
ক. বইকেনা খ. মানুষ গ. একুশের গল্প ঘ. ভাষার কথা
উ: গ

৭১. 'খোয়াবনামা' গ্রন্থের রচয়িতা- [চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-১৭, সহকারী পরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর)-১১, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১১]
ক. আনোয়ার পাশা খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গ. আবুল ফজল ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী
উ: খ

৭২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৭]
ক. ক্রীতদাসের হাসি খ. মাটি আর অশ্রু গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. সারেং বউ
উ: গ

৭৩. সেলিনা হোসেনের কোন গ্রন্থ অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে? [বিআরটিএ এর পরিদর্শক-১৭]
ক. কাঁটাতারের প্রজাপতি খ. পোকামাকড়ের ঘরবসতি গ. কালকেতু ও ফুল্লরা ঘ. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি
উ: খ

৭৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত উপন্যাস কোনটি? [ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার-১৮, উপজেলা/ থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার-১২]
ক. নয়নচারা খ. উজানে মৃত্যু গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. সুড়ঙ্গ
উ: গ

৭৫. কোনটি ঠিক? [২৪তম বিসিএস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস) খ. কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য) গ. বহিপীর (নাটক) ঘ. মহাশ্মশান (নাটক)
উ: গ

৭৬. 'লালসালু' উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন? [ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হিসাব সহকারী-২০, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮, সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর-১৭, উপসহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি)-১৫]

ক. আবুল মনসুর আহমদ খ. আবুল ফজল গ. শহীদুল্লা কায়সার ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
উ: ঘ

৭৭. Tree Without Roost কোন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ? [যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৫]
ক. নয়নচারা খ. চাঁদের অমাবস্যা গ. লালসালু ঘ. দুই তীর
উ: গ

৭৮. 'নয়নতারা' গল্পের লেখক কে? [বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম
উ: ক

৭৯. 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা কে? [বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম
উ: খ

৮০. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [বিজেএস-১১, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর হিসাব সহকারী-১৭, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ. শওকত ওসমান ঘ. সেলিনা হোসেন
উ: খ

৮১. 'মজিদ' কোন উপন্যাসের চরিত্র? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিডওয়াইফ-১৭]
ক. নদীবক্ষে খ. লালসালু গ. চাঁদের অমাবস্যা ঘ. দুই সৈনিক
উ: খ

৮২. 'জয়গুন' কোন উপন্যাসের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর)-১৭, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (আইন, বিচার, সংসদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১২]
ক. জননী খ. সূর্য দীঘল বাড়ি গ. সারেং বৌ ঘ. হাজার বছর ধরে
উ: খ

৮৩. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [২৬তম বিসিএস, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-১৮, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮]
ক. শেখ নিয়ামত শাকের খ. আবু ইসহাক গ. সুভাষ দত্ত ঘ. খান আতা
উ: ক

৮৪. 'পদ্মার পলিদ্বীপ' কার রচনা? [উপসহকারী প্রকৌশলী-১৬]
ক. জহির রায়হান খ. মাহবুবুল আলম গ. আবু ইসহাক ঘ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
উ: গ

৮৫. 'সূর্যদীঘল বাড়ি' কোন প্রকারের গ্রন্থ? [বেসিক ব্যাংক সহকারী ব্যবস্থাপক-১৮, সমবায় অফিসার-৯৩]
ক. রম্য নাটক খ. সামাজিক উপন্যাস গ. জীবন কাহিনী ঘ. লোকসাহিত্য
উ: খ

৮৬. 'জোঁক' গল্পের রচয়িতা- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, বিএডিসি সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৭]
ক. শাহেদ আলী খ. শওকত ওসমান গ. আবু ইসহাক ঘ. আল মাহমুদ
উ: গ

৮৭. 'গরু ঘাস খায়'–এখানে 'খায়' কোন কালের উদাহরণ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]

ক. পুরাঘটিত বর্তমান খ. অতীত গ. সাধারণ বর্তমান ঘ. ঘটমান বর্তমান
উ: গ

৮৮. 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. রাবেয়া খাতুন খ. রিজিয়া রহমান গ. সেলিনা হোসেন ঘ. নাসরিন জাহান
উ: গ

৮৯. 'বালকেরা স্কুলে যাচ্ছে'–বাক্যটি কোন ধরনের কাল নির্দেশ করে? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী-১৭]
ক. সাধারণ বর্তমান খ. নিত্য বর্তমান গ. ঘটমান বর্তমান ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা
উ: গ

৯০. 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি'–বাক্যটি কোন কালের? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. ঘটমান বর্তমান খ. পুরাঘটিত বর্তমান গ. সাধারণ অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত
উ: খ

৯১. 'বাজার শেষ করে বাড়ি'-বাক্যটিতে কোন গুণের অভাব রয়েছে? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৬]
ক. যোগ্যতা খ. আকাঙ্ক্ষা গ. আসত্তি ঘ. মাধুর্য
উ: খ

৯২. 'গরু মাংস খায়'-বাক্যটি অশুদ্ধ কেন? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. আসত্তির অভাব খ. যোগ্যতার অভাব গ. অর্থ অস্পষ্ট বলে ঘ. পদবিন্যাসের ত্রুটি
উ: খ

৯৩. বাক্যে একের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, অষ্টম প্রভাষক নিবন্ধন-১২]
ক. আসত্তি খ. আকাঙ্ক্ষা গ. যোগ্যতা ঘ. আসক্তি
উ: খ

৯৪. 'আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা'- এ তিনটি কীসের গুণ? [সহকারী পরিচালক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-১৩]
ক. শব্দের খ. কারকের গ. বাক্যের ঘ. সমাসের
উ: গ

৯৫. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসের স্টোরম্যান-১৯]
ক. ভাষা খ. প্রাতিপাদিক গ. পদক্রম ঘ. সাধিত শব্দ
উ: গ

৯৬. 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত'- বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট? [অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-১১]
ক. গুরুচণ্ডালী দোষে খ. বাহুল্য দোষে গ. দুর্বোধ্যতা দোষে ঘ. বিদেশী শব্দ দোষে
উ: খ

৯৭. 'মোঘল সম্রাট শাজাহান তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল নির্মাণ করেন- এখানে মোঘল সম্রাট কী?
ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া
উ: ক

৯৮. 'যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না'-এখানে ঋণ কী?
ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া
উ: গ

৯৯. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী-২০, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৯, ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার-১৮, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার গ. পাঁচ প্রকার ঘ. ছয় প্রকার
উ: ক

১০০. মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে- বাক্যটিতে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়- [৩৬তম বিসিএস]
ক. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে খ. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
গ. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না ঘ. মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না
উ: গ

১০১. যে ক্রিয়া কিছু আগে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো রয়েছে তাকে বলে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
ক. পুরাঘটিত বর্তমান খ. সাধারণ অতীত গ. নিত্যবৃত্ত অতীত ঘ. ঘটমান বর্তমান
উ: ক

১০২. ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কে কী বলে? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা অফিসার-১৬]
ক. কারক খ. কাল গ. মহাকাল ঘ. প্রাতিপদিক
উ: খ

১০৩. 'ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'-বাক্যটি কোন কালের? [স্থানীয় সরকার বিভাগে উপসহকারী প্রকৌশলী (নকশাকার)-১৯]
ক. পুরাঘটিত বর্তমান খ. পুরাঘটিত অতীত গ. সাধারণ ভবিষ্যত ঘ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান
উ: ক

১০৪. নিচের কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত? [বিআরডিবি উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৩, উপপরিদর্শক-১৩]
ক. পড়াতাম খ. পড়ালাম গ. পড়িয়েছিলাম ঘ. পড়াব
উ: ক

১০৫. কোন বাক্যে অতীত কাল বুঝানো হয়েছে? [বিএসটিআই (অফিস সহকারী)-১১, অর্থ মন্ত্রণালয় (অফিস সহকারী)-১১]
ক. আমরা গিয়েছি খ. তুমি যেতে থাক গ. সে কী গিয়েছিল? ঘ. কোনটাই নয়
উ: গ

১০৬. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [১৮তম বিসিএস, সহকারী পরিচালক (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-১৫]
ক. শব্দ খ. বর্ণ গ. ধ্বনি ঘ. চিহ্ন
উ: ক

১০৭. কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. আকাঙ্ক্ষা খ. যোগ্যতা গ. আসক্তি ঘ. আসত্তি
উ: গ

১০৮. কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. যোগ্যতা খ. আকাঙ্ক্ষা গ. আসক্তি ঘ. আসত্তি
উ: গ

১০৯. 'বিড়াল আকাশে উড়ছে'-বাক্যটিতে কীসের অভাব রয়েছে? [বিএডিসির নিয়োগ পরীক্ষা-১৭]
ক. আকাঙ্ক্ষা খ. যোগ্যতা গ. আসত্তি ঘ. ক ও খ উভয়ই
উ: খ

১১০. 'তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে'- এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে? [২৪তম বিসিএস]
ক. না-বাচক খ. হ্যাঁ-বাচক গ. প্রশ্নবোধক ঘ. বিস্ময়সূচক
উ: খ

১১১. 'প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে'-বাক্যটির নেতিবাচক রূপ নিম্নের কোনটি? [স্বাস্থ্য সহকারী-১০]
ক. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহে নাই খ. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহিয়াছে গ. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই ঘ. কোনোটিই নয়
উ: গ

১১২. 'তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।' নেতিবাচক বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ- [অফিস সহকারী (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)-১১]
ক. তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় খ. অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে গ. তাদের ভুলটা দেরিতে ভাঙে ঘ. কোনোটিই নয়
উ: খ

১১৩. 'হৈম তার অর্থ বুঝিল না।' এর অস্তিবাচক কোনটি? [অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক (বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)-১১]
ক. হৈম তার অর্থ বুঝিতে পারিল না। খ. হৈম তার অর্থ বুঝিতে অসমর্থ না।
গ. হৈম বুঝিতে পারিল না যে তার অর্থ কী? ঘ. কোনোটিই নয়
উ: ঘ

১১৪. 'বল বীর বল উন্নত মম শির'-বাক্যটি কী? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক-১৯]
ক. ইচ্ছাসূচক খ. প্রশ্নসূচক গ. আদেশসূচক ঘ. বিস্ময়সূচক
উ: গ

১১৫. 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।'-এটি কোন ধরনের বাক্য? [৪৩তম বিসিএস]
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য গ. যৌগিক বাক্য ঘ. খণ্ড বাক্য
উ: খ

১১৬. নিচের কোনটি সরলবাক্য তা চিহ্নিত করুন। [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)-০৭]
ক. ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তপুরে অনুপস্থিত খ. ইহারা যেরূপ, এরূপ রপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরের বাইরে আছে
গ. ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই ঘ. ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই
উ: গ

১১৭. 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।' কোন ধরনের বাক্য? [২৫তম বিসিএস]
ক. সরল খ. জটিল গ. যৌগিক ঘ. অনুজ্ঞামূলক
উ: খ

১১৮. 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলোরে' এটি কোন ধরণের বাক্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, ১১ বিজেএস-১৭]
ক. সরল খ. জটিল গ. যৌগিক ঘ. সাধারণ
উ: খ

১১৯. 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা'- এটি কোন শ্রেণির বাক্য? [ব্যক্তিগত সহকারী (ভোক্তা অধিদপ্তর)-১৩]
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য গ. যৌগিক বাক্য ঘ. ব্যাসবাক্য
উ: খ

১২০. 'লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ'-কোন ধরনের বাক্য? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী-১৭, সহকারী পরিবার পরিকল্পনা অফিসার-১৬]
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. মিশ্র বাক্য ঘ. বিস্ময়বোধক বাক্য
উ: খ